খোলা জানালায় ঃ মঠবাড়ী ক্রেডিট

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

ফাদার সি.জে. ইয়াং এর নাম বাংলাদেশে খ্রীষ্টান সমাজ সব সময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। তিনিই সর্ব প্রথম বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সমবায় আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন। শুধু বীজ বপন করেই ক্ষান্ত হননি। এই অকুতভয় স্বাপ্নিক সেই বীজ লালন করেছেন তাঁর অন্তরাত্মার গভীরতম উপলব্ধির সাথে। বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারাগাছ। সেই ক্রেডিট ইউনিয়ন (সমবায় ঋণদান সমিতি) নামক যে বীজটি রোপন করেছেন বাংলাদেশের সুফলা মাটিতে কালের আবর্তনে একদিন তা ফলদায়ক মহিরুহ আকারে রূপ নেবে। আর তার সুফল ভোগ করবে এদেশের খ্রীষ্টিয় জনসমাজ।

ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং তিনি তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন। গ্রামীণ ব্যাংক এর অব্যাহত সফলতার মধ্য দিয়ে। নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তাঁর সৃষ্টি গ্রামীণ ব্যাংক। সমবায় আন্দোলন বিশ্বে নতুন মাত্রায় পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা পায়। ফাদার ইয়াং এর শুরুর পরিসরও ছিল ডঃ ইউনুস এর মতই ছোট্ট। সেটি শুধুমাত্র খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যে। খ্রীষ্টান সমাজ বলতে কেবল মাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক ক্যাথলিক খ্রীষ্টভক্তদের মাঝে। ফাদার ইয়াং তাঁর অব্যাহত নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

এদেশের খ্রীষ্টানদের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করার লক্ষ্যে। তিনি ঠিকই অনুভব করেছিলেন বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে হত দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর একমাত্র উপায় হল 'মাইক্রো ক্রেডিট' বা ক্ষুদ্র ঋণ পদ্ধতি। আর এই ক্ষুদ্র ঋণ পদ্ধতি একমাত্র শর্ত হল সমবায় বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির নিরঙ্কুশ ঐক্যমত। তিনি জনগণের কষ্টার্জিত লগ্নীকৃত (শেয়ার) জনগনের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে ঋণ হিসেবে নাম মাত্র সুদের বিনিময়ে প্রদান ও তা নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধ ও সমবন্টিত লভ্যাংশ লাভের সঙ্গে তৎকালীন খ্রীষ্টিয় জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন সফলতার সাথে। তিনি যে বীজ রোপন করেছিলেন কালের পরিক্রমায় তা যে মহীরুহ আকারে সুফল দেওয়া শুরু করেছে তা দেখে গেছেন তাঁর জীবনকালে।

ফাদার ইয়াং এ দেশের মানুষকে, এদেশের মাটিকে এমনই ভালবেসেছিলেন যে, তিনি তাঁর শরীরের শেষ দিকে রক্ত ঢেলে দিয়েছেন তাঁর অকাতর ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে। ঢাকায় সংঘটিত মর্মান্তিক মোটর সাইকেল দূর্ঘটনার মধ্য দিয়ে এই মানব প্রেমিকের কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি শান্তিতে শুয়ে আছেন তেজগাঁও গির্জার সমাধিক্ষেত্রে। বাংলাদেশের খ্রীষ্টিয় সমাজের অশেষ শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা আর অকুণ্ঠ ভালবাসা তার কাছে নোবেল পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। নিশ্চই, তিনি স্বর্গ থেকে অবলোকন করেছেন- বাংলাদেশের গোটা খ্রীষ্টিয় সমাজ তাঁর সৃষ্ট ক্রেডিট ইউনিয়ন মহীরুহের একই ছায়াতলে এক কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে।

মঠবাড়ী খ্রীষ্টান ঋণদান সমবায় সমিতিও স্বর্গীয় ফাদার সি.জে. ইয়াং এর ভালাবাসায় সিক্ত। তাঁর স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের চিত্র এখানেও লক্ষ্য করা যায়। মঠবাড়ী গির্জা সংলগ্ন সমিতির কার্যালয় খ্রীষ্টভক্তদের উজ্জ্বল পদচারণায় সদা মুখরিত। তিল তিল করে জমাকৃত খ্রীষ্টভক্তদের অর্থের পরিমাণ অবিশ্বাস্য রূপে আকাশ চুম্বী পাহাড়ের সমতুল্য হয়েছে। মঠবাড়ী ধর্ম পল্লীর প্রতিটি খ্রীষ্টান পরিবার 'দি খ্রীষ্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ মঠবাড়ী' নামক পিদিমের আলোয় আলোকিত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বর্গীয় ফাদার ইয়াং এর পর মঠবাড়ী কথা যদি আমরা ভাবি তবে আজকের এ সফলতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা ভাবে স্মরণ করবো অতীতের তাদেরকে যারা ..... এই জন প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয় জড়িত থেকে নিরলস অবদান রেখেছেন। হতে পারে তাদের মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা ও ভুল ভ্রান্তি ছিলো।